চুয়াডাঙ্গার কুলপালায় করোনা উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি এক

চুয়াডাঙ্গা জেলার কুলপালা গ্রামে মৃত খেরু মণ্ডলের ছেলে সিরাজ
(৪৫) করোনার উপসর্গ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
জানা যায়, কুলপালার সিরাজ চাকরির সুবাদে পরিবার নিয়ে দীর্ঘদিন চট্টগ্রামে বসবাস করে আসছেন।

তার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে জানা যায়, সে কিছুদিন যাবৎ জ্বর, কাশি, সর্দি, নিয়ে ভুগছেন। সে সেখানে চিকিৎসা না নিয়ে গত শনিবার রাতে চট্টগ্রাম থেকে তার নিজ বাসায় আসছিল। গ্রামবাসী তার আত্মীয় সূত্রে জানতে পাই, তার করোনার উপসর্গ রয়েছে। গ্রামবাসীর চাপের মুখে সে বাড়িতে আসতে পারিনি।

এখন সে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে। কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজন নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে তার সাথে নিয়মিত দেখা করতে যাচ্ছে। এজন্য গ্রামবাসী আতঙ্কের ভিতরে আছে যে এ রোগ গ্রামবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে।

নাটুদাহ পুলিশ ক্যাম্পের জমি সম্প্রসারণ এবং সীমানা নির্ধারণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদার নাটুদাহ পুলিশ ক্যাম্পের জমি সম্প্রসারণ ও প্রাচীর নির্মাণের জন্য সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকাল সাড়ে নয় ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা’র পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম ঐকান্তিক চেষ্টা এবং আটকবরের প্রতিষ্ঠাতা

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার সেলুনের পৃষ্ঠপোষকতায় দামুড়হুদা থানাধীন নাটুদাহ পুলিশ ক্যাম্পের এই জমির পরিমাণ সম্প্রসারণের এবং প্রাচীর নির্মাণের জন্য সীমানা নির্ধারণ কাজ অব্যাহত আছে।

উল্লেখ্য চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম জেলায় যোগদান করে পুলিশ সুপারের কার্যালয়, পুলিশ পার্ক, পুলিশ লাইন্সসহ বিভিন্ন থানা/ফাঁড়ি ক্যাম্প সমূহের উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনা করেছেন ও অব্যাহত আছে।

চুয়াডাঙ্গার হাট-বাজারে ভীড়, নেই করোনা সতর্কতা

চুয়াডাঙ্গা জেলাজুড়ে হাট-বাজার ও রাস্তা-ঘাটে মানুষের চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। সব স্থানেই মানুষের ভীড়। কোথাও কারো ভেতরে করোনাভাইরাস সতর্কতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তবে, অনেকে মাস্ক পরে ঘরের বাইরে আসছেন।

গতকাল রবিবার চুয়াডাঙ্গা শহরের বড় বাজার ও নিচের বাজার এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, মানুষের উপচে পড়া ভীড় ছিল। মানুষকে ভীড় করে কেনাকাটা করতে দেখা গেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের করোনা ইউনিটের দায়িত্বে থাকা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমজাদ হোসেন জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলাকে কোন জোনে রাখা হয়েছে সে সংক্রান্ত কোনো চিঠিপত্র রবিবার বেলা তিনটা পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আসেনি। আলাদা কোনো নির্দেশনাও আসেনি।

তবে, করোনা সতর্কতার জন্য জেলা প্রশাসন কিছু নির্দেশনা আগেই জারি করেছিল। তারমধ্যে মাস্ক পরতে হবে। কোনো দোকানে কেনাকাটার সময় ভীড় করা যাবে না। দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। এসব না মানলে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সাজা দেওয়ার বিধান আছে। যা অব্যাহত রাখা হয়েছে। নির্দেশনা অমান্যকারীদের প্রতিদিনই অর্থদন্ড করা হচ্ছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এবং শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে দিন যাপন করছিলেন।

একদিকে কিস্তির টাকা জোগাড় অন্যদিকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করে। সকাল নয় টার সময় পরিষ্কার বেগমের ছোট মেয়ে লাকি খাতুন মায়ের ঝুলন্ত লাশ দেখে চিৎকার দিলে প্রতিবেশীরা পুলিশকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম জানান এ বিষয়ে একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে সফল চুয়াডাঙ্গার শিক্ষিত তরুণ শাওন জোয়ার্দ্দার

পুকুর বা খাল-বিলে নয়; আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি করা ট্যাংকিতে মাছ চাষ হচ্ছে চুয়াডাঙ্গায়। নতুন এ পদ্ধতির নাম বায়োফ্লক। এতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কম খরচে অধিক মাছের উৎপাদন করা সম্ভব। ফলে দেশের পুষ্টি চাহিদার যোগান বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিকভাবেও লাভবান হচ্ছেন উদ্যোক্তারা।

বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে সফলতা পেয়েছেন চুয়াডাঙ্গার হাতিকাটা গ্রামের শিক্ষিত তরুণ শাওন জোয়ার্দ্দার। তরুণ উদ্যোক্তা শাওনের হাত ধরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় এ পদ্ধতির মাছ চাষে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। অল্প জায়গায় বেশি পরিমাণে মূল্যবান মাছ চাষের ফলে অধিক লাভের আশা করছেন শাওন। তার সফলতা দেখে এলাকার অনেকেই এগিয়ে আসছে এ চাষে।

উদ্যোক্তা শাওন জোয়ার্দ্দার জানান, ঢাকায় বিবিএ পড়ার সময় ইউটিউবে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের ভিডিও দেখে আগ্রহ জন্মায় তার মনে। এর পর লেখাপড়ার পাশাপাশি বায়োফ্লক সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। গ্রহণ করেন প্রশিক্ষণ। তার নিজ গ্রামে শুরু করেন বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ।

শাওন আরো জানান, দেশীয় প্রজাতির শিং, কৈ, মাগুর, ট্যাংরা, পাবদাসহ বেশ কিছু মূল্যবান মাছের চাষ হচ্ছে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে। এতে বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছের উৎপাদন আবারও বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বাজারেও তুলনামূলক কম মূল্যেই পাওয়া যাচ্ছে এসব মাছ।

শাওনের পিতা মহসিন জোয়ার্দ্দার জানান, এক হাজার কেজি মাছ ধারণ ক্ষমতা সম্পন একটি ট্যাংকি প্রস্তুত করতে ব্যয় হয় ৩৫/৪০ হাজার টাকা। মাছের পোনাসহ আনুসঙ্গিক খরচ হয় আরো প্রায় ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু একটি ট্যাংকি থেকে চার মাসে প্রায় এক লাখ টাকা লাভ করা সম্ভব। পরবর্তিতে যেহেতু ট্যাংকির খরচ লাগে না সে হিসাবে পরবর্তিতে লাভের পরিমাণ আরো বাড়ে।

শাওনের সহযোগি ফরহাদ জোয়ার্দ্দার জানান, শাওনের দেখাদেখি এলাকার অনেক তরুণ বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। ইতিমধ্যেই জেলার কয়েক তরুণ শাওনের সহযোগিতায় মাছ চাষ শুরু করেছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. মোশাররফ হোসেন জানান, বায়োফ্লক পদ্ধতির মাছ চাষ দেশের পুষ্টি চাহিদায় অসামান্য অবদান রাখবে। একই সাথে শাওনের মতো তরুণ উদ্যোক্তাদের হাত ধরেই মাছ চাষে বিপ্লব আসবে বলে তাদের ধারণা। মৎস্য বিভাগ এ প্রকল্পে আগ্রহীদের সব ধরণের সহযোগিতার আশ^◌াসও দেন মৎস্য কর্মকর্তা।

আপডেট:: মেহেরপুরে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীসহ নতুন ৩ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা রিয়াজুল আলমসহ তিনজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার মোঃ নাসির উদ্দিন। অন্য আক্রান্তরা হলেন গাংনী

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রকৌশলী মোঃ জাকির হোসেন ও মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা গ্রামের জেসমিন খাতুন এক মহিলা।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার নাসির উদ্দিন জানান, শনিবার ২২ জনের নমুনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়। সেখান থেকে তিনজনের করানো পজেটিভ নিশ্চিত করা হয়। এছাড়া গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের আলামিন হোসেনের নমুনা সংগ্রহ করে পুনরায় পরীক্ষার জন্য পাঠানো হলে তার করোনা পজিটিভ পাওয়া যায়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডাক্তার রিয়াজুল আলম জানান, তিনি বর্তমানে সুস্থ আছেন। আতঙ্কিত না হয়ে সকলকে সচেতন হওয়ার আহবান জানান।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার নাসির উদ্দিন জানান, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডাক্তার রিয়াজুল আলম করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় বিধি অনুযায়ী অন্য সহকর্মীদের হোম কোয়ারেন্টাইন করা হবে।

মেহেরপুরে ভিডিটি’র করোনা মোকাবেলা বিষয়ক আলোচনা সভা

মেহেরপুর জেলার গাংনীতে ভিডিটি এর উদ্যোগে সচেতনতা মুলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকালে মটমুড়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড নওদা পাড়ায় এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

করোনা মোকাবেলায় গ্রামীন জনগোষ্ঠীকে সচেতন ও সার্বিক সুবিধা দেওয়া, পতিত জমিতে বৃক্ষরোপণ ও কৃষককে বেশি বেশি খাদ্যশস্য চাষে উদ্ধুদ্ধ করন, করোনা দূর্যোগ চলাকালীন সময়ে গ্রামে নিয়মিত জীবাণুনাশক ব্লিচিং পাউডার স্প্রে, মাইকিং, জনসাধারণ কে মাস্ক ব্যবহারে উদ্ধুদ্ধ করা, ইউনিয়ন পরিষদের সাথে হতদরিদ্রদের তালিকা

সমন্বয় করে ত্রান পেয়ে সহয়তা করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এ লক্ষে জামাল উদ্দিন -কে সভাপতি ও মোঃ পারভেজ হোসেন কে সম্পাদক করে ০৮ সদস্য বিশিষ্ট করোনা প্রতিরোধ কমিটিও গঠন করা হয়।

গাংনীতে গলায় ফাঁস দিয়ে নারীর আত্মহত্যা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গ্রামের পরিষ্কার বেগম নামের এক নারী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। রবিবার সকাল নটার সময় নিজ ঘরের আর সাথে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় জুগিন্দা গ্রামের লিয়াকতের স্ত্রী বেগম
(৪০) বিভিন্ন এনজিও সংস্থা কর্তৃক ঋণ গ্রস্ত হওয়া এবং শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে দিন যাপন করছিলেন।

একদিকে কিস্তির টাকা জোগাড় অন্যদিকে শারীরিক অসুস্থতা কারণে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করে। সকাল নটার সময় পরিষ্কার বেগমের ছোট মেয়ে লাকি খাতুন মায়ের ঝুলন্ত লাশ দেখে চিৎকার দিলে প্রতিবেশীরা পুলিশকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম জানান এ বিষয়ে একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকতাসহ আরও তিন জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে চার জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকতা ডা. রিয়াজুর আলম সহ নতুন করে মোট তিনজন আক্রান্তের খবর নিশ্চিত করেছেন সিভিল সার্জন। রবিবার কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাব থেকে ২২টি প্রাপ্ত রিপোর্টে ৪ জন পজিটিভ হয়েছেন।

সিভিল সার্জন জানান, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ থেকে প্রাপ্ত ২২টি রিপোর্টের মধ্যে ৪ টি কোভিড-১৯ পজেটিভ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৩টি নতুন ও ১ টি পুরাতন পজিটিভ কেইস।

এ নিয়ে আজ ১৫ টি সহ সর্বমোট ১৩৬০ টি নমুনা পরীক্ষা করে এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ১২২৫টি এর মধ্যে ৩০ জনের পজিটিভ রিপোর্ট পাওয়া গেছে, বাকি ১১৯৫ টি নেগেটিভ।

প্রসঙ্গত, জেলায় ৩০ জন করোনা রোগীর মধ্যে ৭ জন সুস্থ হয়েছেন। ২ জন মারা গেছেন। এখন ১৯ জন নিজ নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।